পর্যালোচনা

২০০২ সালে জাতিসংঘ ম্যান্ডেটের আওতায় ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এর লক্ষ্য অর্জনে যথার্থই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করে। বিশ্বসংস্থার আদর্শ ও তৎপরতা সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষে তথ্য কেন্দ্রটির বিরামহীন কর্মপ্রচেষ্টা কেবল ফলপ্রসূই হয়নি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারে অবদান রাখে। বড় বড় সরকারি ও বেসরকারি লাইব্রেরীগুলোর সমন্বয়ে লাইব্রেরী নেটওয়ার্কিং স্থাপন এ দেশে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই কেন্দ্রের অগ্রণী ভূমিকার ফলেই এ বছর তথ্য প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এরূপ একটি যুগোপযোগী ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি সম্ভব হয়।

বস্তুত ইউনিক ঢাকা এবার যে কোনো বছরের তুলনায় অধিকসংখ্যক সৃজনশীল ও তাৎপর্যপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত করে। নতুন প্রজন্মকে উদ্দীপ্তকরণের একটি বিশেষ কর্মসূচি এগুলোর অন্যতম। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে ঢাকায় এই প্রথম মডেল জাতিসংঘ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তাই এ ক্ষেত্রেও তথ্য কেন্দ্রটিকে পথিকৃৎ বললে অত্যুক্তি হবে না। সঙ্গত কারণেই এবার শিক্ষক মহলে তথ্য কেন্দ্রটির অধিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের প্রধান শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নায়েমকে জাতিসংঘ সম্পর্কিত একটি কোর্স প্রবর্তনে সম্মত করা নিঃসন্দেহে একটি কৃতিত্ব। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শিক্ষানবীস অফিসারদের জাতিসংঘ বিষয়ে আলোকিত করার ব্যাপারেও ইউনিক ঢাকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

স্বাভাবিকভাবেই টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি তথ্য কেন্দ্রটির এ বছরের এজেন্ডায় বিশেষভাবে স্থান পায়। এ লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পরিবেশবিদগণ ও একটি নাট্যগোষ্ঠীর সহায়তায় বেশ কয়েকটি সুচিন্তিত কার্যসূচির মধ্যেই তথ্য কেন্দ্রটি এর তৎপরতা সীমিত রাখেনি, জনসাধারণের সুবিধার্থে পাঁচটি ভাববস্তুসহ শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে নানা তথ্য নিজস্ব হোমপেইজে সংযোজিত করে এবং এসব নিয়ে জনসাধারণ ও গণমাধ্যমের জন্য তথ্য-কিট প্রস্তুত করে। গণমাধ্যমেগুলোতেও শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কিত তৎপরতাসমূহ প্রতিফলিত হয়।

একই সঙ্গে তথ্য কেন্দ্রটি জাতিসংঘ নির্দেশিত দিবসগুলো পালনে যথেষ্ট দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। এরই উদ্যোগে এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের জন্য বিশেষ তাৎপর্যবহনকারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্ব প্রবীণ সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তথ্য কেন্দ্রের এ ধরনের তৎপরতা শুধু রাজধানীতে নয়, চট্টগ্রাম, বগুড়া ও রাজশাহীতেও লক্ষ্য করা যায়।

এ বছর তথ্য কেন্দ্রের গ্রন্থাগারে পাঠকসেবা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পায় ও সম্প্রসারিত হয়। রেকর্ড পরিমাণ জাতিসংঘ বিষয়ক তথ্যপুস্তক বিতরণ এ বছরের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। এবার থেকেই মাসিক নিউজলেটারের পাশাপাশি সাপ্তাহিক সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রকাশ শুরু হয় এবং সেই সঙ্গে ভিডিও প্রদর্শন ও সহায়তা বৃদ্ধি পায়।

প্রথম পৃষ্ঠা দেখার জন্য ক্লিক করুন